ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৭০ ● কলকাতা ● ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৩ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

তৃণমূলের যে ক'টা মুসলমান বিধায়ক জিতে আসবে, চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা: ১০ মাস পর বাংলার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের জিতে আসা মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলব। হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারীকে পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন , 'নন্দীগ্রামে ৬৫% হিন্দু আমাকে ভোট

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

'মহিলাকে রাত ২টোর সময়.', কী করেছিল পুলিশ?

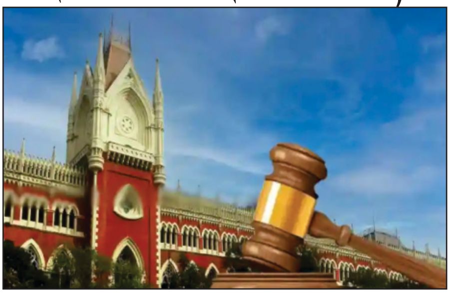

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

যাদবপুর কান্ডে বিগত কয়েকদিন ধরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বরে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘট, আর সেখান থেকেই আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাম নেত্রীদের। অভিযোগ ওঠে এরপর মেদিনীপুরের থানায় নিয়ে গিয়ে ওই AIDSO নেত্রীদের ওপর নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার আগেই AIDSO-র নিগৃহীত নেত্রীরা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁরা দুটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঘুরলেও,কোনো ইনজুরি রিপোর্ট পাননি। রাজ্যের তরফেও এই বিষয়টি এদিন আদালতে হাতিয়ার করা হয়। এছাড়া এদিন আদালতে রাজ্য জানিয়েছে যে পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়কে অসম্মান করার অভিযোগ করা হচ্ছে তিনিও নাকি প্রায় সমগোত্রীয় একটি সম্প্রদায়ভুক্ত।

রাজ্যের তরফে আদালতে এদিন আরও বলা হয়, 'যদি প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ এবং অনুসন্ধান ছাড়া এই ধরনের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আগামীদিনে এটা নতুন প্রবণতা হয়ে দাঁড়াবে। পুলিশ

এরপর ৩ পাতায়

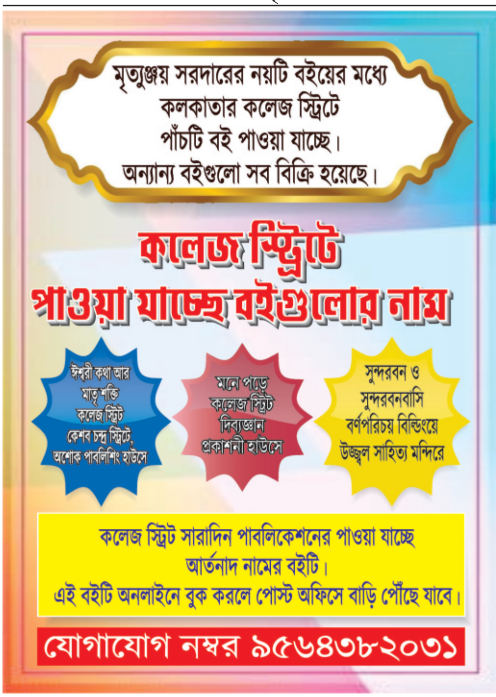

তাপসী তৃণমূলে যেতেই হলদিয়ায় বড় পদক্ষেপ বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল বিজেপি থেকে তৃণমূলে গিয়েছেন ২৪ ঘণ্টাও হয়নি। তারই মধ্যে হলদিয়া বিধানসভা এলাকার দুটি মণ্ডলের সভাপতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত বিজেপি। তাপসী তৃণমূলে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হলদিয়ার ৪ ও ৫ নম্বরের মণ্ডলের সভাপতি বদল করল গেরুয়া শিবির। আবার তাপসীর দলবদলের প্রভাব যাতে দলে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেও তৎপর হয়েছে বিজেপি।বিধায়ক তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে যোগদান করার পর মঙ্গলবার মহিষাদলে বিজেপির কার্যালয় আলো দিয়ে সাজানো হয়। বিতরণ করা হয় মিষ্টি। এদিকে জেলায় সংগঠনে যাতে কোনওরকম প্রভাব না পড়ে সেজন্য বৃহস্পতিবার হলদিয়ার টাউনশিপে জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠক করবেন শুভেন্দু অধিকারী। তার আগে মঙ্গলবার প্রস্তুতি বৈঠক সেরেছেন হলদিয়ার বিজেপি নেতারা। সেই প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি আনন্দময় অধিকারী, ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বিজলী-সহ অন্যরা।বৃহস্পতিবার হলদিয়ার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন শুভেন্দু অধিকারী।

জানা গিয়েছে, গতকাল তাপসী মণ্ডল শিবির বদলানোর পর শাসকদলে যোগ দেন হলদিয়ার বিজেপির ২ মণ্ডল সভাপতি। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি হলদিয়ার ৪ ও ৫ মণ্ডলের সভাপতি বদলের নির্দেশ এল। সূত্রের খবর, মণ্ডল সভাপতি এবং বিধায়কের শিবির বদলে সংগঠনে যাতে কোনওরকম প্রভাব না পড়ে, সেজন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঘোষণা করা হল নতুন দুই মণ্ডল সভাপতির নাম।

হলদিয়া ৪ মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি ছিলেন দেবাশিস ভুঁইয়া। তাঁর জায়গায় নতুন মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে কেশবচন্দ্র দাসকে। মণ্ডল-৫'র বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ছিলেন সূর্যকান্ত ভুঁইয়া। তাঁর জায়গায় নতুন মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে কার্তিকচন্দ্র দাসকে।

কেশবচন্দ্র দাস (বাঁদিকে), কার্তিকচন্দ্র দাস (ডানদিকে)

মণ্ডল-৫'র নতুন মণ্ডল সভাপতি কার্তিকচন্দ্র দাস বলেন, "তাপসী মণ্ডলকে জেতাতে গিয়ে মার খেয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু, উনি জেতার পরই আমাদের সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে থাকেন। আমাকে কাজ করতে দেওয়া হত না। তাপসী মণ্ডলের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তখন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব হয়তো বুঝতে পারেনি। এখন তাপসী তৃণমূলে যোগ দিতেই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। মাঠ থেকে জঞ্জাল মুক্ত হয়েছে। আমরা খুশি। হলদিয়ায় তৃণমূল বলে কিছু নেই। উনি হলদিয়ায় কিছু করতে পারবেন না।"

দোলের মিলন উৎসবে ভাংড়া নাচলেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আদিবাসী রমণীদের সঙ্গে সাঁওতালি নৃত্যে পা মেলানোও নতুন নয়। নেচেছেন ডান্ডিয়াও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই তালিকায় বুধবার যুক্ত হল ভাংড়া নাচ।

পরে বক্তৃতা করতে গিয়ে মমতা বলেন, ''এ বারই প্রথম আমরা এই অনুষ্ঠান করলাম। তবে পরের বার ইন্ডোরে (নেতাজি ইন্ডোরে) আরও বড় করে করব। তাতে জায়গার অভাব হবে না।'' বুধবারের অনুষ্ঠানে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা, রাজ্য পুলিশের ডিজি

এরপর ৫ পাতায়

নীল বাতির গাড়ি, IAS পরিচয়ে তোলাবাজি! পুলিশের জালে অধীর চৌধুরীর আপ্ত সহায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নীল বাতির গাড়িতে ঘোরাফেরা। কখনও আইএএস অফিসার, কখনও আবার অন্য কোনও পরিচয়ে দেদার তোলাবাজির অভিযোগ। হলদিয়া থেকে গ্রেপ্তার কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর আপ্ত সহায়ক। মঙ্গলবার হলদিয়া থেকে প্রদীপ্ত রাজপণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এবিষয়ে এখনও অধীররঞ্জন চৌধুরীর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।তদন্তে নেমে মঙ্গলবার হলদিয়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি চৈতন্যপুরে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর

পাশেই দেখা গিয়েছিল প্রদীপ্তকে। সম্প্রতি প্রদীপ্তর গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে আসেন নিশীথ প্রামাণিক। এতেই স্পষ্ট যে বরাবরই দাপুটে রাজনীতিবিদদের আশেপাশেই থাকার চেষ্টা করতেন ধৃত। এই রাজনৈতিক সম্পর্ক ও পরিচিতিকে কাজে লাগিয়েই আখের গোছাতে চেয়েছিলেন প্রদীপ্ত, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। তবে শেষরক্ষা হল না।

জানা যাচ্ছে, বিজেপির বহু নেতার সঙ্গেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদীপ্তের।

জানা গিয়েছে, ধৃত প্রদীপ্ত রাজপণ্ডিত দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর আপ্ত সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত। থাকতেন দিল্লিতে। আসল বাড়ি হলদিয়ার সুতাহাটা থানার চৈতন্যপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিজেপির বহু দাপুটে নেতার সঙ্গেও খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাঁর। অভিযোগ, দিনের পর দিন নীল বাতি লাগানো লাগানো গাড়িতে ঘুরতেন প্রদীপ্ত। কখনও নিজেকে আইএএস, কখনও আবার অন্য কোনও পরিচয় দিয়ে তোলা তুলতেন বলে অভিযোগ। পুলিশে এধরনের একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলের যে ক'টা মুসলমান বিধায়ক জিতে আসবে, চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলব

দিয়েছে। আর ১০০% মুসলিম আপনাকে ভোট দিয়েছে। আমি আপনাকে হারিয়েছি ১ হাজার ৯৫৬ ভোটে।' হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি যত বাড়বে, কাদের লাভ, কাদের ক্ষতি? সব মিলিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি ক্রমেই জোরাল হচ্ছে।বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ওদের (তৃণমূল) যে ক'টা মুসলমান বিধায়ক জিতে আসবে চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলব।' বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট।তার আগে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি খুল্লমখোল্লা চলছে!

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাব, আর ওদের (তৃণমূল) যে ক'টা মুসলমান বিধায়ক জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলব। এই রাস্তায় ফেলব। ১০ মাস পরে এই রাস্তায় ফেলব।'

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ওরা এরকমই করে। ভেদাভেদ করে। এটা কোনও রাজনীতির ভাষা? এর কী উত্তর দেব। হিন্দু-মুসলমান নিয়ে এই রাজনীতি বেশ কয়েক বছর ধরেই শুরু হয়েছে। সম্প্রতি তা জোরাল হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যিনি হিন্দু ধর্মের কথা বলছেন, আমি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, তাঁর কাছে চণ্ডীপাঠ শেখা। আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যারা হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমাকে ব্যাঙ্গ করছে, তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য। আমি যে বাড়িটায় থাকি ছোটবেলা থেকে, সেই বাড়িটায় একটা শিবমন্দির, সেই দেওয়ালে যেখানে আমি মাথা রেখে ঘুমাই।

(১ম পাতার পর)

'মহিলাকে রাত ২টোর সময়.', কী করেছিল পুলিশ?

কাউকে আটক করলেই এবার সে থানা থেকে বেরিয়ে অভিযোগ করবে, আমাকে মারা হয়েছে।' জানা যাচ্ছে, আগামী ১৯ মার্চ হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।বাম নেত্রীদের ওপর এই নির্যাতনের মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । সেই মামলা চলাকালীন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য।

বুধবার AIDSO নেত্রী সুশ্রীতা সোরেনের এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। রাজ্যকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'রাত দু'টোর সময় কীভাবে একজন মহিলাকে থানা থেকে চলে যেতে বলা হল। আপনাদের কাছে এই প্রক্রিয়ার কোনও নথি রয়েছে?' জবাবে বিচারপতিকে রাজ্য এদিন জানায় সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার পর তাদের ছাড়া হয়েছে। তখন বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা সন্ধ্যা ৭টা - ৮টার মধ্যে ছেড়ে দিতে পারতেন। রাত ২টো কোনও যুক্তিসঙ্গত সময় নয়।' হাইকোর্টে (Calcutta High Court) এই মামলা চলাকালীন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বিচারপতি এদিন আরও বলেন, 'রাজনৈতিক বিক্ষোভের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই ধরনের প্রতিরোধমূলক আটক দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু যে সময় থানা থেকে ছাড়া হয়েছে, সেটা কোনও যুক্তিসঙ্গত সময় নয়।'

AIDSO নেত্রীদের ওপর নির্মম অত্যাচারের যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেপ্রসঙ্গে রাজ্যের তরফে এদিন সওয়াল করা হয়, 'আঘাত অনেক গুরুতর বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু দুটি মেডিক্যাল কলেজ থেকেই সাধারণ ব্যথা প্রশমন করার ওষুধ এবং এন্টাসিড দেওয়া হয়েছে।' একইসাথে রাজ্যের দাবি মেডিকেল রিপোর্টে পুড়ে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করা নেই। রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয়েছে, থানার ভেতর যে অত্যাচারের অভিযোগ করা হচ্ছে,মেডিক্যাল রিপোর্টে তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই।

মহাত্মা গান্ধী এবং ঐতিহাসিক ডান্ডি যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ঐতিহাসিক ডান্ডি যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ণায়ক অধ্যায়, ঐতিহাসিক ডান্ডি যাত্রায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে আজ শ্রদ্ধা জানাই। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই যাত্রা, দেশজুড়ে আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ডান্ডি যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সাহস, ত্যাগ এবং সত্য ও অহিংসার প্রতি তাঁদের অটল অঙ্গীকার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলবে।"

আইনি পরিকাঠামোর মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে নির্বাচন আয়োগ রাজনৈতিক দলগুলির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইআরও, ডিইও অথবা সিইও স্তরে অমীমাংসিত যে কোন বিষয় নিয়ে ভারতের নির্বাচন আয়োগ জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে মতামত চেয়ে পাঠিয়েছে। প্রত্যেককে লিখিত ভাবে নির্বাচন আয়োগ জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতি, দলের বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে সহমতের ভিত্তিতে কোন সময় বা দিন নির্দিষ্ট করা হলে নির্বাচন আয়োগ আলোচনার জন্য তৈরি। এই প্রক্রিয়া আইনি ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করার সহায়ক হবে।

ইতিপূর্বে গত সপ্তাহে ভারতের নির্বাচন আয়োগের সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আয়োগ শ্রী জ্ঞানেশ কুমার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইও, ডিইও এবং ইআরও-দের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার পরামর্শ দেন। এই জাতীয় আলোচনায় যে কোন বিষয় আইনি পরিকাঠামোর মধ্যে সময় বেঁধে নিষ্পত্তির কথাও তিনি বলেন। এব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট আয়োগের কাছে ৩১ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে পাঠাতে বলেছেন তিনি। আয়োগ রাজনৈতিক দলগুলিকেও বিকেন্দ্রীকৃত এই ব্যবস্থাকে সদর্থক ও সার্বিক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমস্ত দিককে ঘিরে সংবিধান এবং বিধিবদ্ধ পরিকাঠামোর মধ্যে আয়োগ যে ২৮টি অংশীদারকে চিহ্নিত করেছে রাজনৈতিক দলগুলি তার একটি। আয়োগ রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পাঠানো চিঠিতে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সহ একগুচ্ছ আইন ও মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এই ব্যবস্থা জরুরী বলে জানিয়েছে।

সম্পাদকীয়

৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্মার্ট ক্লাস! অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য বিরাট পদক্ষেপ রাজ্যের

অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলগুলিতে এবার স্মার্ট ক্লাস চালু করার অভিনব উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পুরসভা এলাকায় প্রাথমিক স্কুলে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। খোদ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই চেতলা এলাকায় মেয়র'স স্কুলে স্মার্ট ক্লাস হয়েছে।নবান্ন সূত্রে খবর প্রত্যেকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৩০ হাজার টাকা করে ব্যয় করা হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে স্মার্ট ক্লাস চালু করার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন শিক্ষাবিদরা। জানা যাচ্ছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির আর্থিক খরচ করা হবে।শুধু তাই নয়! ইতিমধ্যেই একাধিক সরকারি স্কুলগুলিতেই চালু হয়েছে স্মার্ট ক্লাস। এবার এই স্মার্ট ক্লাসগুলিই একেবারে গ্রামবাংলার প্রান্তিক স্তরে নামিয়ে আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। তাই এবার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতেও স্মার্ট ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে যে স্মার্ট ক্লাস হবে সেখানে কেমন ব্যবস্থা থাকবে? জানা যাচ্ছে,এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির স্কুলে থাকবে টিভি, ডিসপ্লে বোর্ড, খেলার সামগ্রীসহ আরও একাধিক ব্যবস্থা। জানা যাচ্ছে, খুদে পড়ুয়াদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থার সাথেই থাকছে আধুনিকতার ছোঁয়া। মনে করা হচ্ছে আধুনিকতার এই ছোঁয়া পেলেই কমবে স্কুলছুট। একইসাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আগ্রহ বাড়বে উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষায়। শুধু তাই নয় জানা যাচ্ছে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিই এই বিদ্যুৎ বিল মেটাবে বলে খবর।

শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। পড়াশোনার প্রতি খুদে পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতেই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখাতে টিভি দেখার ব্যবস্থা করা হবে। একইসাথে থাকছে আধুনিক ডিসপ্লে বোর্ডের ব্যবস্থাও। এছাড়াও খুদে পড়ুয়াদের খেলার জন্যও নানা সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়াও দিন অনুযায়ী দেওয়ালে লেখা থাকবে খাবারের তালিকা। যা আনন্দ দেবে শিশু পড়ুয়াদের মনকে।

জানা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা জানিয়েছেন , 'শিক্ষার ভিত সুদৃঢ় করতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' একইসাথে তিনি জানিয়েছেন, সব ঠিক থাকলে মার্চ মাসেই প্রথম ধাপের কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে। তারপর ধাপে ধাপে বাকি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিরও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হবে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(কুড়িতম পর্ব)

করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি। নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন।অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হোলি ও রমজান মাস নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হরিপালে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

হোলি উৎসব ও রমজান মাস নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হরিপাল লোকমঞ্চে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার অগ্নিশ্বর চৌধুরী, সিআই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জী, হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলাম সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানে মাওলানারা সহ উভয় ধর্মের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী জানান একই দিনে হিন্দুদের দোল উৎসব এবং মুসলিমদের রমজান মাস তার সঙ্গে জুম্মাবার থাকায় এই বৈঠকের মাধ্যমে ঐদিন সম্প্রীতির বাতাবরণ রক্ষায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দেয়া হলো। তিনি জানান অন্যান্য বারের মতো এবারও পুলিশ প্রশাসন সব সময় সজাগ থাকবে এবং স্পর্শকাতর জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করবে। তিনি জানান মদ্যপ অবস্থায় যাতে কেউ গাড়ি না চালান এবং ডিজে বক্স বাজানো থেকে বিরত থাকেন সে ব্যাপারে পুলিশের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। তিনি সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের উৎসব ও ধর্মীয় আচার পালন করার আহ্বান জানান।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অবস্থিত এবং সূর্য থেকে এর দুরত্ব ৮৮৬০০০০০০ মাইল দূরে শনি গ্রহের স্থিতি । তুলনামূলক পৃথিবী থেকে ৯৫% গুন অধিক চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন । সূর্য পরিক্রমা করতে ২৯ বছর লাগে ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

১০ লক্ষ পরিকাঠামো স্থাপনের মাইলফলক পেরিয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্বের বৃহত্তম ঘরের ছাদে সৌর প্যানেল লাগানোর প্রকল্প পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা (পিএমএসজিএমবিওয়াই) ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত দেশজুড়ে ১০.০৯ লক্ষ পরিকাঠামো স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এর লক্ষ্য প্রথাগত বিদ্যুৎ উৎসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নাগরিকদের বিদ্যুৎ উৎপাদক করে তোলা এবং ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ১ কোটি পরিবারে বিনামূল্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা। এর সুবাদে কার্বন নির্গমন প্রতিরোধে ১০০টি গাছ লাগানোর সুফল পাওয়া যাবে এবং প্রতিটি পরিবার জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নিজেদের অবদান রাখতে পারবে।

ভর্তুকি ও উৎসাহদানের মাধ্যমে পরিবারগুলির ক্ষমতায়ন

নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক এই প্রকল্পের আওতায় ৪৭.৩ লক্ষ আবেদন পেয়েছিল। এর মধ্যে ৬.১৩ লক্ষ সুফলভোগীকে ৪ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আবেদনপত্র বাছাই, বিক্রেতা নির্বাচন এবং ভর্তুকি প্রদানের প্রক্রিয়া http://www.pmsuryaghar.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ দিনের মধ্যে ভর্তুকির টাকা পৌঁছে যায়।

এই প্রকল্পে ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জামিনমুক্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি যুক্ত সুদের হার ৬.৭৫ শতাংশ। সহজ শর্তে এই ঋণদানের ফলে ছাদে ৩ কিলো ওয়াটের একটি সৌর প্যানেল বসাতে খরচ হচ্ছে মাত্র ১৫ হাজার টাকা। ২৫ বছরে এ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার সুবিধা পাওয়া যাবে। এপর্যন্ত ৩.১০ লক্ষ ঋণের আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১.৫৮ লক্ষ ঋণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ১.২৮ লক্ষ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের ৩ কিলো ওয়াটের সৌর প্যানেলের জন্য ৭৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন রাজ্যে অভাবনীয় অগ্রগতি

চণ্ডীগড় এবং দমন ও দিউতে ১০০ শতাংশ সরকারি ভবনের ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেও এই প্রকল্পের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে ১ কোটি পরিবারে সৌর প্যানেল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ভারতে ছাদের সৌর শক্তি ক্ষেত্রের চালিকাশক্তি

এই প্রকল্পের জন্য মোট ৭৫ হাজার ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির থেকে যাতে এবাবদ সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী সম্প্রতি প্রধান ব্যাঙ্কগুলির আধিকারিকদের সঙ্গে মুম্বাইতে বৈঠক করেছেন। আলোচনায় অর্থের সহজ যোগান, কম খরচে ঋণ, অর্থ যোগানের উদ্ভাবনী মডেল, বিশ্ব জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থের যোগান, নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকি বন্টনের উন্নততর ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। দূষণমুক্ত জ্বালানির দিকে ভারতের এই রূপান্তরকে গতি দিতে সরকারি – বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং এসংক্রান্ত আর্থিক সহায়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারতের অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মুফত বিজলি ঘর যোজনায় ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে একে ২৭ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশীর দিশা নির্দেশে দ্রুত গতিতে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এবং সরকারের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। ভারত এক স্বচ্ছ, দূষণমুক্ত, জ্বালানি সুরক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

(২ পাতার পর)

দোলের মিলন উৎসবে ভাংড়া নাচলেন মমতা

রাজীব কুমার, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ একাধিক শিল্পপতি ও বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুরা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ''এর আগে আমি দোলের নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। তবে এ বার আমরা আয়োজন করলাম। কলকাতা কর্পোরেশনকে বলেছিলাম এটা করতে।'' দোল-হোলির মিলন উৎসব থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, ''মনটা রঙিন রাখুন সব ধর্মের জন্য। রং তখনই রঙিন হয় যখন মন বড় হয়।''রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দোল এবং হোলির মিলন উৎসব ছিল ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা ছিলেন।শুরুতেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয় মঞ্চে। তার পরে ছোটরা নাচে ডান্ডিয়া। কিন্তু আয়োজনের চিত্রনাট্যে ভাংড়া না থাকলেও পরে তা যুক্ত হয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে। শিখ সম্প্রদায়ের অনেকে গিয়েছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। তাঁদের দেখেই মমতা অনুরোধ করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত হল, ডান্ডিয়া হল, এ বার ভাংড়াও হোক! বলামাত্র কাজ। মঞ্চের নীচে জড়ো হন পাগড়িধারী শিখেরা। সাউন্ড বক্সে বেজে ওঠে দালের মেহেন্দির কণ্ঠে 'হায়ো রাব্বা'। শুরু হয়ে যায় নাচ।

গানের শুরুতে কয়েক মিনিট মঞ্চে নিজের আসনে বসেই করতালি দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তার পরেই দেখা যায় মমতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। তার পরে তিনি হনহন করে হাঁটতে শুরু করেন। নেমে মিশে যান ভাংড়ার ভিড়ে। তার পরে সেখানে দাঁড়িয়েই ভাংড়ার ঢঙে হাতের মুদ্রা করে নাচতে শুরু করেন মমতা। গোটা প্রেক্ষাগৃহ তখন উদ্বেল।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ছিনতাই হওয়া ট্রেন থেকে পণবন্দিদের ছাড়াতে গিয়ে প্রাণ হারাল ১৫০ পাক সেনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ইসলামবাদ: ছিনতাই হওয়া জাফর এক্সপ্রেসের পণবন্দিদের উদ্ধার করতে গিয়ে বালুচ বিদ্রোহীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে ১৫০ পাকিস্তানি সেনা। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) এমনটাই দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন সাংসদ আবদুল কাদের বালোচ। জঙ্গিদের হাতে এখনও পর্যন্ত ১৮২ জন পণবন্দি রয়েছেন বলে তিনি দাবি করেছেন।অন্যদিকে, জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাই হওয়ার পরেই দেশের বিভিন্ন স্টেশন থেকে কোয়েটাগামী ট্রেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান রেল মন্ত্রক। কেননা কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারগামী ট্রেন পাহাড় ঘেরা রেলপথের আট নম্বর সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাক সেনাদের সঙ্গে বালুচ বিদ্রোহীদের ব্যাপক গোলাগুলি চলছে। ফলে রেল মন্ত্রক কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না।পণবন্দি হয়ে থাকা অধিকাংশই নিরাপত্তা ছিনতাই হওয়া করা ট্রেনের যাত্রীদের উদ্ধার করতে সেনা অভিযান চালানো হলে পণবন্দিদের লাশের বন্যা বইয়ে দেওয়া হবে বলে বিকেলেই শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বালুচ জঙ্গিরা। সূত্রের খবর, জঙ্গিরা রেললাইন উড়িয়ে দেওয়ায় ছিনতাই করা ট্রেনের কাছে পৌঁছতে আকাশপথে অভিযান চালানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন পাকিস্তান সেনার শীর্ষ কর্তারা।

দীর্ঘদিন ধরেই স্বাধীনতার দাবিতে পাক সরকারের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে বালুচ লিবারেশন আর্মি। পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালুচিস্তান প্রাকৃতিক ভাবে সবচেয়ে সম্পদশালী। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বেহাত হয়ে যাচ্ছে বালোচদের। গত কয়েক বছরে পাকিস্তান ও চিন বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে বলে অভিযোগ বিএলএ, 'বালোচ ন্যাশনালিস্ট আর্মি' (বিএনএ)-র মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির অভিযোগ। আজ মঙ্গলবার (১১ মার্চ) বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার যাওয়ার পথে জাফর এক্সপ্রেসের দখল নেয় বিএলএ জঙ্গিরা। আর ওই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে

বালুচিস্তান সরকারের মুখপাত্র শাহিদ রিন্দ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার যাওয়ার পথে পাহাড় ঘেরা রেলপথের আট নম্বর সুড়ঙ্গের ভিতরে যাত্রী সমেত জাফর এক্সপ্রেসকে ছিনতাই করে বালুচ বিদ্রোহীরা। ছিনতাইয়ের পরেই সেনারা যাতে জঙ্গিদের কাছে পৌঁছতে না পারে তার জন্য পিছনে থাকা ট্রেন লাইন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্রেন ছিনতাইয়ের খবর পেয়েই চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে বালুচিস্তান প্রাদেশিক সরকার। অপহৃত ট্রেন দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামতে পারে পাক সেনা। আর ওই খবর জানার পরেই সেনা অভিযান নিয়ে শাহবাজ শরিফ সরকারকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে বালুচ বিদ্রোহীরা।

বাংলাদেশে সেনাপ্রধানের পদ নিয়ে জল্পনার মাঝেই বড়সড় বদলের নির্দেশ ইউনুসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সেনায় অভ্যুত্থানের জল্পনা কল্পনা জারি আছে। এরই মাঝে অবশ্য সেনাবাহিনীতে বড় বদল আনা হল। শেখ হাসিনার বিদায়ের পর থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ভবনের বা জায়গার নাম বদল করা হয়েছে। শেখ হাসিনা বা বঙ্গবন্ধু বা শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা স্থাপনার নাম পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।এছাড়া শরিয়তপুরের জাজিরায় বঙ্গবন্ধু কম্পোজিট মিলিটারি ফার্মের নাম কম্পোজিট মিলিটারি ফার্ম, জাজিরা করা হয়েছে। ঢাকা সেনানিবাসের বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের নাম স্বাধীনতা জাদুঘর হয়েছে। টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের বঙ্গবন্ধু ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন নাম হবে যমুনা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। নারায়ণগঞ্জের জলসিঁড়িতে শেখ রাসেল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম বদলে আদমজি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ করা হয়েছে। শরিয়তপুরের জাজিরায় শেখ রাসেল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম পদ্মা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ হয়েছে। বরিশালের লেবুখালির শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম হয়েছে বরিশাল ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ।এবার সেনাবাহিনীর নিবাসেও সেই পরিবর্তন হল। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৬টি সেনা নিবাস বা সেনা প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করা হল নাম। এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

জানা গিয়েছে, এই স্থাপনাগুলির নাম বদলের জন্যে ফাইল গিয়েছিল প্রধান উপদেষ্টার কাছে। সেই মতো নাম পরিবর্তনের ফাইলে সই করেছেন ইউনুস। নাম বদল হওয় ১৬টি সেনা নিবাস বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশেরই নাম শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের নামে ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। এমনকী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে থাকা সেনানিবাসেরও নাম বদল করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে নাম বদল হওয়া সেনা নিবাসগুলির একটি ছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আবদুল হামিদের নামে।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাসের নাম হয়েছে যমুনা সেনানিবাস। কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ সেনানিবাসের নতুন নাম হয়েছে মিঠামইন সেনানিবাস। বরিশালের লেবুখালীর শেখ হাসিনা সেনানিবাসের নতুন নাম হয়েছে বরিশাল সেনানিবাস। শরিয়তপুরের জাজিরায় শেখ রাসেল সেনানিবাসের নতুন নাম হয়েছে পদ্মা সেনানিবাস। চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের নাম পরিবর্তন করে বিএমএ একাডেমিক কমপ্লেক্স করা হয়েছে। চট্টগ্রামের হালিশহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্সের নাম বদলে আর্টিলারি সেন্টার অ্যান্ড স্কুল রাখা হয়েছে। কক্সবাজারের রামু সেনানিবাসের মুজিব রেজিমেন্ট আর্টিলারির নতুন নামকরণ করা হয়েছে ১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি। ঢাকার বিজয় সরণিতে অ্যাডহক বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের নতুন নাম হয়েছে বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর।

সিনেমার খবর

কটাক্ষের শিকার প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সিনেমার চেয়ে তারকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মানুষের জানার আগ্রহ বেশি। তিনি যদি হন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া; তাহলে তো কোনো কথাই নেই। গত দুইদিন হল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরছে প্রিয়াঙ্কার পারিবারিক জীবনের অতীত একটি ঘটনা, যা নিয়ে রীতিমত চলছে সমালোচনা। অবশ্য সেই সমালোচনার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন দেশি গার্ল।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো খবররে বলা হয়েছে, বাবার মৃত্যুর মাত্র ৬ দিন পরেই তার মায়ের জমজমাট জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করেন প্রিয়াঙ্কা। এ ঘটনা অভিনেত্রীর মা মধু চোপড়া নিজেই শেয়ার করেন। তবে ঘটনাটি সামনে আসতেই কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে প্রিয়াঙ্কাকে।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'বাবা বেঁচে থাকলে তিনি নিজেও মায়ের জন্মদিনটা পালন করতেই চাইতেন। আমি সেই কাজটাই করেছি।' পাশপাশি, মধু সমালোচনা সহ্য করেছেন ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে।

মধু জানান, প্রিয়াঙ্কা তার বাবা অশোক চোপড়ার মৃত্যুর পরপরই মায়ের জন্মদিন পালন করেছিল। কারণ একটাই, মায়ের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনা। অশোক চোপড়ার মৃত্যুর পরপরই পার্টির আয়োজন করার জন্য তার কিছু আত্মীয়স্বজন প্রিয়াঙ্কার সমালোচনা করতে শুরু করেন।

প্রিয়াঙ্কার মা মধুর কথায়, 'আমার জন্মদিন ১৬ জুন। আমার বয়স যখন ৬০, তখন ও আমার জন্মদিনের একটা বড় পার্টির আয়োজন করেছিল। আমার স্বামীর অসুস্থতার কারণে পুরো পরিবার সেই সময় এমনিতেই উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি মারা যান। সেই সময়টা খুবই কষ্টে কেটেছে দিন। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা সেই বছর আমার জন্মদিন পালনের ব্যাপারে অনড় ছিলেন। এবং সব আত্মীয়কে থেকে যেতে বলেছিলেন। কারণ, ওর বাবাও এমনটাই চাইতেন।'

প্রসঙ্গত, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বাবা অশোক চোপড়া দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করার পর ২০১৩ সালে মারা যান। অশোক চোপড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন চিকিৎসক ছিলেন।

আসলেই কী রেখার জন্য আজও অবিবাহিত সালমান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

৬০ ছুঁতে আর বেশি দেরি নেই। তবু আজও বিয়ে করেননি সালমান খান। জীবনের এতগুলো বসন্ত পার করে দিয়েছেন। জীবনে এসেছে বহু প্রেম। তবু বিয়ের পিঁড়ি অবধি পৌঁছায়নি কোনো সম্পর্ক। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নেই যখন তোলপাড় বলিউড, তখনই বেফাঁস সালমান! বলে দিলেন, এক বলিউড নায়িকার জন্যই নাকি বিয়ে করেননি তিনি। কে তিনি? দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, ক্যাটরিনা কাইফ নাকি অন্য কেউ?

জানিয়ে রাখা যাক, ঐশ্বরিয়া-ক্যাটরিনা কেউই নন, সালমান

নাকি বিয়ে করেননি রেখার জন্য! নিজের মুখে এমনটা জানিয়েছেন তিনি। সালমানের কথায়, তখন তিনি সদ্য টিনএজ। রেখা একজায়গায় যোগা শেখাতেন। রেখার প্রতি এতটাই অনুরাগ জন্মায় তার যে, আর দেরি না করে ওই ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান সালমান।

সালমান বলেন, যোগাভ্যাসের ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু রেখাজি ছিলেন বলেই ভর্তি হয়ে যাই।

রেখাও কম যান না, সালমানের গোপন অনুরাগের কথা জানতে পেরে তিনি বলেন, সালমানের তখন ৭-৮ বছর। বাইসাইকেল করে আমার ফলো করতো ও। এমনকি বাড়িতে গিয়ে সবাইকে বলে দেয়, বড় হলে ও নাকি আমাকে বিয়ে করবে।

এরপরেই বোমা ফাটান সালমান। তার কথায়, এই জন্যই বোধহয় আমার বিয়েটা হলো না। রেখাও কি চুপ থাকার পাত্রী? সবাইকে চুপ করিয়ে তার জবাব, মনে হয়, আমারও এই কারণেই বিয়েটা হয়নি।

সুচিত্রা তুমি মহানায়িকা নও, কেন বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সুচিত্রা সেনকে নিয়ে সিনেমা বানালেও, মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় ঋত্বিকের সিনেমা। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস সুচিত্রাকে মহানায়িকা হিসেবে দেখলেও ঋত্বিক কিন্তু কিছুতেই সুচিত্রাকে মহানায়িকা ভাবতে পারতেন না। সুচিত্রাকে খোদ সেটি জানিয়েও ছিলেন ঋত্বিক।

টলিউড সিনেমার ইতিহাসে একজনই মহানায়ক। একজনই মহানায়িকা। অর্থাৎ উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন। টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এমন কোন পরিচালক বা প্রযোজক ছিলেন না, যারা এই জুটিকে নিয়ে সিনেমা করতে চাইতেন না। এমনকি জুটি না হয়েও আলাদা আলাদাভাবে বক্স অফিস জয় করেছেন উত্তম ও সুচিত্রা। তবে, এত কিছু সত্ত্বেও ঋত্বিক ঘটক কখনোই উত্তমকে নিয়ে সিনেমা তৈরি করেননি।

ঋত্বিকের জীবনের তখন প্রায় শেষবেলা। হাসপাতালে ভর্তি। অতি মদ্যপান করে শরীর তার জীর্ণকায়। এই সময় নিয়মিত ঋত্বিককে হাসপাতালে দেখতে যেতেন সুচিত্রা। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বার করতেন। নানারকম ফল নিয়েই হাজির হতেন হাসপাতালে। দেখা করতেন, গল্পও করতেন।

একদিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই সুচিত্রাকে কাছে ডাকলেন ঋত্বিক। গলার জোর কমে আসায়, আসতে করে তাকে বললেন, তোমাকে এই বিশ্ব মহানায়িকা ভাবেন, কিন্তু আমি তোমায় মহানায়িকা মনে করি না। ঋত্বিকের মুখে এমন কথা শুনে, প্রথমে চমকে গিয়েছিলেন সুচিত্রা। তবে ঋত্বিক থামলেন না।

ঋত্বিক আরও বলেন, তুমি যেভাবে আমার কাছে এসেছো। তা কোনো মহানায়িকা করবে না। তুমি আমার কাছে দেবী মায়ের মতো। ঋত্বিকের মুখে একথা শুনে কেঁদেই ফেলেছিলেন সুচিত্রা। এই গল্প সেই সময়কার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়ার পর, সুচিত্রা অনুরাগীরা, মহানায়িকাকে পেয়েছিলেন অন্য রূপে।

কিউইদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য সালমান আলী আঘাকে অধিনায়ক ও শাদাব খানকে সহ-অধিনায়ক করে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দলে নেই বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান।

আগামী ১৬ থেকে ২৬ মার্চ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। এছাড়া, ২৯ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত তিনটি ওয়ানডে খেলবে দুই দল। ওয়ানডে সিরিজে অবশ্য পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন রিজওয়ান। তার ডেপুটি হিসেবে রয়েছেন সালমান।

এই সিরিজেও অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব হিসেবে প্রধান কোচের ভূমিকা পালন করবেন আকিব জাভেদ। এছাড়া ব্যাটিং কোচ হিসেবে দেখা যাবে মোহাম্মদ ইউসুফকে।

একনজরে নিউজিল্যান্ড সফরে পাকিস্তানের স্কোয়াড

ওয়ানডে : মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সালমান আলী আঘা (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, আকিফ জাভেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ইমাম-উল-হক, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, সুফিয়ান মুকিম, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, তওয়াব তাহির।

টি-টোয়েন্টি : সালমান আলী আঘা (অধিনায়ক), শাদাব খান (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল সামাদ, আবরার আহমেদ, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ হারিস, ইরফান খান, হারিস রউফ, হাসান নওয়াজ, জাহানদাদ খান, খুশদিল শাহ, আব্বাস আফ্রিদি, ওমাইর বিন ইউসুফ, শাহীন আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম ও উসমান খান।

ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ক্যাচের মালিক কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিরাট কোহলি ব্যাটিংয়ের অনেক রেকর্ডই নিজের করে নিয়েছেন। তবে এবার ব্যাটিং নয়, ফিল্ডিংয়ে নতুন এক রেকর্ড গড়েছেন। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সর্বোচ্চ ক্যাচ নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন তিনি।

ভারতের হয়ে এখন সর্বোচ্চ ৩৩৬ ক্যাচের মালিক কোহলি।

আজ দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার জশ ইংলিসের ক্যাচ ধরে ছাড়িয়ে গেছেন আরেক কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়কে। পরে আরেকটি ক্যাচ ধরেছেন তিনি। আজ মাঠে নামার আগে দ্রাবিড়ের ৩৩৪ ক্যাচের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন কোহলি।

কোহলির ৪৪৯ ম্যাচের বিপরীতে দ্রাবিড় খেলেছেন ৫০৯ ম্যাচ। আবার কোহলি তিন সংস্করণ মিলিয়ে নিলেও ভারতের সাবেক অধিনায়ক এত ক্যাচ ধরেছেন টেস্ট ও ওয়ানডেতে।

সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ ক্যাচের তালিকায় পাঁচ নম্বরে আছেন কোহলি। সর্বোচ্চ ৪৪০ ক্যাচ নিয়ে শীর্ষে শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি মাহেলা জয়াবর্ধনে।

কখনো ব্যালন ডি'অর জয়ের স্বপ্ন দেখেননি ভিনিসিয়ুস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এ বছর ব্যালন ডি'অর পাওয়ার বড় দাবিদার ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবে সকল জল্পনা-কল্পনা শেষে ব্যালন ডি'অর ওঠে ম্যানচেস্টার সিটির মিডফিল্ডার রদ্রির হাতে। ব্রাজিলিয়ান তারকা তো ক্ষোভে ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানেও যাননি। একই কাজ করেছে তার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদও।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভিনি বলেন, ' মানুষ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভোট দেয়। আমার নিজস্ব মতামত রয়েছে। আমি কখনো ব্যালন ডি'অর জয়ের স্বপ্ন দেখিনি, তবে যখন এটি কাছে আসে, তখন বিশ্বাস জন্মায়। তবে আমার সামনে আরও সুযোগ আসবে। আমি ইতোমধ্যেই দুটি ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছি, এবং আমি আরও অনেকগুলো জিততে চাই।'

ক্লাবের হয়ে দারুণ খেললেও গত মৌসুমে জাতীয় দলে একেবারেই ব্যর্থ ছিলেন ভিনি। অন্যদিকে ক্লাব ও জাতীয় দল উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ছিল রদ্রির। সেই সুবাদে ব্যালন ডি'অর ওঠে ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডারের হাতেই। এতে বেজায় ক্ষেপে যায় রিয়াল। আর সেই ঘটনার পর থেকেই

স্পেনে প্রতিপক্ষের মাঠে খেলতে গেলে ব্যালন ডি'অর না পাওয়া নিয়ে ব্যাপক বিদ্রূপের মুখে পড়েছেন তিনি।

তবে ব্রাজিলিয়ান তারকা নিশ্চিত করেছেন যে এটি উচ্চপর্যায় থেকে নেওয়া একটি সিদ্ধান্তের ফলাফল। রদ্রি পুরস্কার জিতবেন জানার পর থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের কোনো মনোনীত খেলোয়াড়কে ফ্রান্স ফুটবলের আয়োজিত গালা অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করা হয় ক্লাব থেকে।

পুরস্কার বিতরণের পরপরই ভিনিসিয়ুস সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন যে প্রয়োজনে তিনি আরও ১০ গুণ ভালো করবেন, তবে তিনি ফলাফলে প্রতারিত বোধ করেননি। পরবর্তীতে 'দ্য বেস্ট' পুরস্কার জয়ের পর, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে তিনি নিজেকে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় মনে করেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR